প্রশ্ন :।। উত্তরের রেনেসাঁ সম্পর্কে তোমার ধারণা ব্যক্ত করো।

উত্তর :। ইতালীয় রেনেসাঁ কেবলমাত্র দক্ষিণ ইউরোপেই সীমাবদ্ধ ছিল না। ইতালিতে ইউরোপের বণিকরা আসত বাণিজ্য করতে, শিল্পীরা আসত নতুন শৈলী আয়ত্ত করতে, আর ছাত্ররা আসত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষা নিতে। এদের মাধ্যমে ইতালির রেনেসাঁ ইংল্যান্ড, জার্মানি, ফ্রান্স, নেদারল্যান্ড, পোল্যান্ড, পর্তুগাল ও স্পেনে ছড়িয়ে পড়েছিল। এসব দেশে ধর্মশাস্ত্র ভালো করে জানার জন্য প্রাচিন সাহিত্য পাঠ শুরু হয়। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ল্যাটিন ও গ্রিক চর্চার পাশাপাশি ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, সাহিত্য, শিল্প ও বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছিল। অর্থাৎ প্রাচিন সাহিত্য পাঠের পাশাপাশি ধর্মতত্ত্ব, দর্শন ও ভাষাতত্ত্বের উপর এই ধরণের গুরুত্ব আরোপকেই বলা হয় উত্তরের রেনেসাঁ।

উত্তরের রেনেসাঁ ইতালির অন্ধ অনুকরণ ছিল না, ছিল স্বকীয়তায় ভাস্বর। উত্তরের রেনেসাঁর সঙ্গে ইতালির পার্থক্য হল ইতালিতে রেনেসাঁর চরম পরিণতির যুগে ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধির অস্তরাগ দেখা দিয়েছিল। উত্তরের রেনেসাঁ দেখেছিল আর্থিক জীবনে নতুন সূর্যোদয়। জীবনের সর্বস্তরে, সর্বক্ষেত্রে নতুন কর্মচাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল। সামগ্রিক জীবনধারা সজীব ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল। ভূমধ্যসাগর কেন্দ্রিক ইউরোপীয় জীবন নতুন পৃথিবীর আবিষ্কারের ফলে আটলান্টিক কেন্দ্রিক হয়ে উঠেছিল। উত্তরের দেশগুলিতে অর্থনৈতিক অগ্রগতি দেখা দিয়েছিল, পুঁজিবাদ অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলেছিল, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য ও ব্যাঙ্কিং কারবারের অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়।

এই পর্বে মানুষের জগৎ ও জীবন সম্পর্কে অনন্ত কৌতুহলের সৃষ্টি হয়েছিল। যাজকদের লেখা গ্রন্থ নয়, ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্য ও শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে ইতালির প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। পঞ্চদশ শতকের শেষ দিকে উত্তরের রেনেসাঁ পূর্ণ বিকশিত রূপ পরিগ্রহ করেছিল। নতুন শিল্প রীতিতে প্রাসাদগুলি নির্মিত হয়, নতুন শৈলীতে সাহিত্য সৃষ্টি করা সম্ভব হয়, এই শিল্প ও সাহিত্যের মূল সুর হল জাগতিক-ধর্মনিরপেক্ষ, অধ্যাত্মিক নয়।

ধ্রুপদি ঐতিহ্যকে উত্তরের রেনেসাঁ অনুসরণ করেছিল। কবি পিয়ের গাইলস ও জিন সেকেন্ড ধ্রুপদি ধারা অনুসরণ করে কাব্য রচনা করেন। রিউকলিন, কোলেট, টমাস মোর ও ইরাসমাস ধ্রুপদি ঐতিহ্য দ্বারা প্রভাবিত হন। তাঁরা যে সাহিত্য রচনা করেন তা ধর্মনিরপেক্ষ হলেও ধর্মবিরোধী ছিল না। ইরাসমাস ও হাটেন নতুন শিক্ষার যে রূপরেখা দেন তাতে মানুষকে জীবনের উপযোগী করে গড়ে তোলার ইচ্ছা ছিল। উত্তরের রেনেসাঁ থেকে সংস্কৃতি-নির্ভর শিক্ষার যে আদর্শ গড়ে উঠেছিল তা সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল।

টমাস মোরের 'ইউটোপিয়া' গ্রন্থে উত্তরের রেনেসাঁর আদর্শের অনেকখানি প্রতিফলন ঘটেছিল। তিনি এমন এক সমাজের কল্পনা করেন যেখানে থাকবে ধর্মীয় সহিষ্ণুতা, সর্বজনীন শিক্ষা, সম্পত্তির উপর সকলের সম অধিকার এবং বাধ্যতামূলক শ্রম। ধর্মনিরপেক্ষ গৃহী জীবনকে

Scanned with CamScanner

সন্ন্যাস জীবনের উপর বসানো হয়। বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদ তাদের চিন্তায় প্রাধান্য পেয়েছিল, বুদ্ধিদীপ্ত স্বৈরাচারকে তারা সমর্থন করেন। ডোমিনিকান সম্প্রদায় ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগ তুললেও তার তেমন প্রভাব পড়েনি। গথিক শিল্পরীতির মতো স্কলাস্টিসিজম অতীতের গর্ভে চলে যায়, নতুন শিল্প শৈলিতে আঙ্গিকের মিশ্রণ ঘটেছিল, ধর্মের ক্ষেত্রে বহিরাবরণের পরিবর্তন ঘটলেও ক্যাথলিক আদর্শ অটুট ছিল।

উত্তরের রেনেসাঁর মধ্যে যুক্তিবাদ প্রাধান্য পেয়েছিল, তবে এই যুক্তিবাদ অবশ্যই ছিল সীমিত। সৃষ্টি, নিয়তি, মানুষের অবস্থান ইত্যাদি নিয়ে মৌল প্রশ্ন ওঠেনি। দর্শন, রাজনীতি, সমাজ, নৈতিকতা ও পার্থিব জীবনের মধ্যে আলোচনাকে সীমিত রেখেছিল। যুক্তিবাদীরা যাদুবিদ্যা ও ডাকিনী বিদ্যার বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ করেনি। এসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও উত্তরের দেশগুলিতে এক ধরনের বৌদ্ধিক উদারনীতিবাদের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। রেনেসাঁ সমাজ নয়, ব্যক্তির প্রতিভাকে স্বীকার করে নিয়েছিল। রেনেসাঁ বণিক ও কারিগরদের পছন্দ করেনি, পছন্দ করেছিল পেশাদারি মানুষদের। আর এটাই ছিল উত্তরের রেনেসাঁর মূল কথা।

Scanned with CamScanner